তারিখ ... 11 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

'পাকিস্তান বিভক্তি নাকি বাংলাদেশের অভ্যুদয়'

ঢাবির ইতিহাস বিভাগের প্রশ্নপত্র নিয়ে বিতর্ক

■ ঢাবি সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একটি প্রশ্নপত্রে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' না লিখে 'পাকিস্তান বিভক্তি' লেখা হয়েছে। যার সমালোচনা করেছেন ইতিহাসবিদরা। তারা বলছেন, 'পাকিস্তান বিভক্তি কথাটি ভুল। কারণ আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছি।' তবে ওই প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী শিক্ষক বলছেন, 'পাকিস্তান বিভক্তি শব্দই মোর রিলেভ্যান্ট।'

ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' নামের এই ৩১১নং কোর্সটি পড়ান সহযোগী অধ্যাপক এসএম রেজাউল করিম ও এমএ কাউসার। গত রোববার অনুষ্ঠিত তৃতীয় বর্ষের এ কোর্সের সেমিস্টার চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একাধিকবার 'পাকিস্তান বিভক্তি'র উল্লেখ করা হয়। 'পাকিস্তান বিভক্তি' কথাটি প্রশ্নপত্রের যে অংশে প্রয়োগ করা হয়েছে, সে অংশের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বে ছিলেন এসএম রেজাউল করিম। প্রশ্নপত্রের ৫নং প্রশ্নে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

ঢাবির ইতিহাস বিভাগের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

লেখা হয়, 'পাকিস্তানে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার জন্য এই বৈষম্যের দায়িত্ব নিরূপণ কর।' ৬নং প্রশ্নে বলা হয়, '১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা কর। এই নির্বাচন কি পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বসূচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়?'

এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ, একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, পাকিস্তান বিভক্তি লেখা ঠিক হয়নি। বাঙালিরা তো পাকিস্তান ভাঙেনি, তারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে।'

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, 'পাকিস্তান বিভক্তি কথাটি বলা ভুল। আমরা তো স্বাধীনতা সংগ্রাম করে জয়লাভ করেছি।' 'এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত' জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের ইতিহাস চর্চায় এ রকম ভুল আরও আছে। যেমন, বলা হয়, আমরা দুইবার স্বাধীন হয়েছি, একবার '৪৭-এ, আরেকবার '৭১-এ।'

তবে প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী কোর্স শিক্ষক এসএম রেজাউল করিম মনে করেন, 'পাকিস্তান ভেঙেই আরেকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়েছে। পাকিস্তান না ভাঙলে তো আরেকটি রাষ্ট্র হতো না।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি বলি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কারণেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে বা বঙ্গবন্ধুর ছয়দফার কারণেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তাও হতে পারত। তবে তার থেকে মোর রিলেভ্যান্ট হয় পাকিস্তান বিভক্তি বলা।' সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, 'আমরা বাঙালিরা কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে পাকিস্তান বিভক্তি বলি? পাকিস্তানিরা বিষয়টিকে বিভক্তি হিসেবে দেখে। তারা এটাকে তাদের জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে জানানো হলে তিনি বলেন, 'প্রশ্নপত্রটি পড়ে তো মনে হচ্ছে, এ কথাগুলোয় সমস্যা আছে।'

এ ব্যাপারে কথা বলতে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ জামালের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমানের কাছে চেয়ারম্যানের মুঠোফোন নম্বর থাকার পরও তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া ফোন নম্বর দেওয়া যাবে না।'